بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৯ সেপ্টেম্বর ২০১১)
সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের মসজিত বাইতুল ফুতুহ্'তে প্রদত্ত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর (৯ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

সত্যবাদীতা এমন একটি গুণ যা অবলম্বন করা সম্পর্কে কেবল ধর্মই নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, সে কোন ধর্ম মানুক বা না মানুক এই উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের উপর জোর দিয়ে থাকে। এতসব সত্বেও, এই মনোভাব প্রকাশের পরও, যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে (দেখা যাবে), সত্যবাদিতার সে ভাবে প্রকাশ ঘটেনা যেভাবে তা প্রকাশিত হওয়া উচিত। যে যখনই সুযোগ পায় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গন্ডি পর্যন্ত সত্যবাদিতার উপর যত জোর দেয়া হয় সময়ে ততটাই একে জলাঞ্জলি দেয়া হয়। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। আর সেই প্রকৃত সত্যবাদিতা যাকে ক্বওলে সাদীদ (বা সহজ সরল কথা) বলা হয় তা উপেক্ষিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক বিশাল জনগোষ্ঠি মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রায় সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। দেশীয় রাজনীতিতেও সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সম্পর্কের ভিত্তিও মিথ্যার উপর রচিত আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই দেখা যায়। ধর্ম যা খাঁটি সত্য নিয়ে আসে এবং এর প্রচার করে, দুঃখজনকভাবে সেক্ষেত্রেও স্বার্থপররা মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সত্যের চরম ক্ষতি করেছে বা সত্যকে এমনভাবে গোপনের চেষ্টা করে যাতে সত্যের নাম-চিহ্নও দেখা না যায়। কতক লোক একথার উপর বিশ্বাস রাখে যে, এতো বেশি মিথ্যা বল যেন তা সত্য পরিগণিত হয় আর সত্য মিথ্যা গণ্য হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। সত্যকে

সকল অর্থে পদদলিত করার ধৃষ্টতা জন্মেছে খোদা তা'লার সত্তায় বিশ্বাসহীনতার কারণে। যদি খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকতো তাহলে সকল পর্যায়ে এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতো না যেভাবে এযুগে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেয়া হয়। সত্যের মাধ্যমে কাজ নেয়া হয় না, এ কারণেই ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে দ্বন্দ-সংঘাত বৃদ্ধি পায়। আর সত্যের ভিত্তিতে কাজ না নেয়ার কারণেই স্বামী– স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না আর স্ত্রীও স্বামীকে বিশ্বাস করে না। সন্তানদের মধ্যেও মিথ্যার বদভ্যাস গড়ে উঠে যখন তারা দেখে যে, পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলছে । নবপ্রজন্ম যে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে যায় এর জন্যও ঘরের মিথ্যাই মূলতঃ দায়ী। এভাবে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সত্যের অনুপম বৈশিষ্ট্য বা গুণ সৃষ্টির পরিবর্তে পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। নিজেদের সন্তানদের ধ্বংস করে। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রের অবস্থা তথৈবচ। একইভাবে ব্যবসায়ীক মিথ্যা রয়েছে– যেভাবে আমি বলেছি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমান দেশগুলোতে এটি একটি সাধারণ ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। সততা এবং সত্যবাদিতার যত ঢোল পিটানো হয় কার্যতঃ ততটাই একে পদদলিত করা হয়। এভাবে দেশীয় রাজনীতি রয়েছে, এতেও সাধারণত মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবীদার দেশগুলো, যাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) যত জোরালোভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করার উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন, ততবেশি তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

সম্প্রতী পাকিস্তানের করাচী এবং সিন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে যখন একজন রাজনীতিবিদ নিজ দলের লোকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ভেতরের সকল কথা ফাঁস করে দিয়েছেন তখন কোন কোন রাজনীতিবিদ ও ভাষ্যকাররা মন্তব্য করলেন যে সত্য বলা রাজনীতিবিদদের কাজ নয় রাজনীতিবিদের কাছে আশা করা যায় না যে, তারা কখনও সত্য বলবেন। ইনি সত্য বলছেন, অতএব ইনি রাজনীতিবিদ নন, পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর কথাগুলোকে কেউ ভুল আখ্যা দেয়নি। সমালোচনা শুধু এটি হচ্ছে যে, সত্য বলছেন তাই ইনি উম্মাদ। ভাষ্যকাররা বলছেন, ইনি নিজের রাজনৈতিক জীবন এবং জাগতিক স্বার্থকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন যা কেবল একজন পাগলই করতে পারে। যেন তাদের কাছে সত্যবাদিতা বা সত্যতা অধঃপতনের কারণ। এই হলো তাদের অবস্থা।

সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে রাজনীতি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র বাণীর তুলনায় অগ্রাধিকার রাখে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বলছেন 'মিথ্যা বল না', কিন্তু এরা বলছে রাজনীতি ও ক্ষমতার খাতিরে মিথ্যা বল। যদি তুমি মিথ্যা না বল, তবে ভুল করবে। তারপরও এরা খাঁটি মুসলমান আর আহমদীরা মুসলমান নয়– যারা সত্যের খাতিরে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক স্বার্থ এবং নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। কারণ, তারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যিনি বলেন, 'মিথ্যা বলা শির্ক'। তারা সেই নবী (সা.)-কে মান্য করে যাঁর প্রতি শেষ শরিয়ত গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। যাতে বিধৃত রয়েছে যে সকল মন্দ ও পাপের মূল হলো, মিথ্যা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিন, সেক্ষেত্রেও মুসলমান রাষ্ট্রগুলো হোক বা পশ্চিমা সরকার, সবারই অবস্থা এক। ঐ দেশগুলো, যারা পারস্পরিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে সাধারণত

সত্যের প্রকাশ করে থাকে, এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সত্য থাকে। কিন্তু যখন অন্য দেশের প্রশ্ন উঠে, মুসলমান দেশগুলোর প্রশ্ন উঠে, অন্যান্য দেশের প্রশ্ন উঠে তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পাল্টে যায়। তাদের স্বরূপ প্রথম সে সময় প্রকাশ পেল— যখন তারা ইরাকের উপর আক্রমণ করল। যখন সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে গিয়ে ইরাককে ধ্বংস করে দিল। তাদের সম্পদের উৎসগুলোকে নিজেরা দখল করে নিল। তারপর বলল আমরা ভুল বুঝেছিলাম। সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে আমরা যে যুলম-অত্যাচার আর ভয়ংকর পরিকল্পনা, ভয়ংকর অস্ত্র-সস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে অধীনস্থ করতে পারে বলে যে খবর পেয়েছিলাম, অতটা আমরা সেখানে পাইনি। তারপর লিবিয়াকে টার্গেট (লক্ষবস্তু) করা হলো , কিন্তু এখন বলছে, মূলতঃ আমাদের প্রাপ্ত তথ্য ভুল ছিল। এতটা যুলুম ও অত্যাচার সেখানকার জনগণের উপর হচ্ছিল না। এ সব কথা পশ্চিমা প্রেস বা সংবাদ মাধ্যমই প্রচার করছে। তাদেরই মন্তব্য প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে আক্রমণ করা হয়। তারপর সত্যবাদী সাজার উদ্দেশ্যে তাদেরই প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে বলে দেয়া হয় যে, আমরা ভুল বুঝে ছিলাম। আমাদের যতটা বলা হয়েছিল ততটা প্রমাণিত হয়নি। এই সত্যও মূলতঃ মিথ্যাকে লুকানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের উৎসগুলো হস্তগত করা- যা হয়ে গেছে। কিন্তু এই সুযোগ ও মুসলমানরাই দেয়। যদি শতশত কোটি ডলারের দেশীয় সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো তাহলে এমন অশান্তি দেশে কখনও মাথা চাড়া দিত না। আর না তারা হস্তক্ষেপের সাহস করত।

যাহোক, সারকথা হলো, আন্তর্জাতিকভাবে মিথ্যা বলা এবং সত্যকে কেবল গোপন করাই নয় বরং চরমভাবে পদদলিত করার ক্ষেত্রে মোটের উপর সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ ভূমিকা রাখছে আর মনে করছে যে, তারা বেঁচে যাবে। এ দুনিয়ায় তারা বেঁচে গেলেও পরকাল বলতে কিছু আছে। একটি ভবিষ্যৎ জীবনও তারা পাবে; একটি ভবিষ্যৎ জীবনও আছে, যেখানে সমস্ত হিসাব-নিকাশ হবে। কেবল এই পার্থিবতার পূজারীরাই অপকর্মে লিপ্ত নয়; আমরা দেখছি, ধর্মের নামে ধর্মের তথাকথিত ঠিকাদাররাও সত্যকে প্রত্যাখান এবং মিথ্যার প্রসার করছে। এদের মাঝে ইসলামের শত্রু শক্তিগুলোও রয়েছে, যারা ইসলাম বিদ্বেষী। এছাড়া এ যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের বিরোধীরাও রয়েছে অর্থাৎ মুসলমানরাও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামের শত্রু-শক্তির ভূমিকা পালন করছে। সত্যকে তারা জানে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থ ও মিম্বরের (ক্ষমতার লোভে) জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সাধারণ মানুষের মন- মানসিকতাকে বিষিয়ে তুলতে একে অপরের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। অনেকেই এমন আছে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আহমদী জামা'তের বই-পুস্তক পড়ে দরস বা পাঠ দেয়, বক্তৃতা করে অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'তের বই পড়ে বক্তৃতা প্রস্তুত করে। কেননা এছাড়া তাদের কাছে ইসলাম বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার মত আর কোন দলীল প্রমাণ নেই, কোন তথ্য নেই, সাহিত্য নেই। এ যুগে একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই জোরালো ও অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের সুরক্ষার বিধান করেছেন যে, কারো কাছে এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু জনগণকে ধোঁকা দেয়ার

উদ্দেশ্যে তারা বলে বেড়ায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই নাকি নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যা ব্যক্তি (আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)।

আমি পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি; কেউ একজন আমাকে বলেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তি, বড় বড় আলেম যারা টেলিভিশনে এসেও দরস দিয়ে থাকেন, বক্তব্য রাখেন, তাদের বাসায় তিনি স্বয়ং তফসীরে কবীর এবং অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন খন্ড দেখেছেন আর এটি দু-একবার ঘটেনি। এগুলো কেবল আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করার জন্য রাখে না, আপত্তি তো তারা করে লোক দেখানোর জন্য। তিনি বলেছেন, তারা এগুলো থেকে শিখে নিজেদের দরস ইত্যাদিতে তা বর্ণনা করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। অতএব তারা জনগণকে সত্যের পথ দেখাবে না কেননা এভাবে তো মসজিদের মেহ্‌রাব ও মিম্বর তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। যাহোক, এ হলো তাদের অপচেষ্টা। প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ যখনই তাঁর প্রেরিতজনকে পাঠান বিরোধীরা এই অপচেষ্টাই করে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌র তক্বদীর বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রকাশ পায় এবং তাঁর তক্বদীরই সদা জয়যুক্ত হয়। সত্যকে আল্লাহ্‌র তক্বদীর অবশ্যই জয়যুক্ত করবে। এ জন্যই যুগে-যুগে আল্লাহ্ নবীদের আবির্ভূত করেন। যখন মিথ্যা চরম পর্যায়ে পৌঁছে, যখন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চরম রূপ ধারণ করে, সত্যের বিলুপ্তি ঘটে, তখন আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ আগমন করেন। নবীগণ আসেন যারা সত্যকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারা বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্যের প্রচার করেন এবং অগ্রসর হতে থাকেন। তাদের রাস্তায় শত্রুরা লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌র তক্বদীর-ই বিজয় লাভ করে। আল্লাহ্‌র তক্বদীর বা সিদ্ধান্ত নবীদের পক্ষে থাকে, প্রেরিতগণের সাথে থাকে, তাঁদের সাহায্য করে থাকে। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও এটিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে চলেছেন। তারা জলসা করে, মিছিল বের করে, অত্যাচার করে। এবার ৭ সেপ্টেম্বরের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অনেক জলসা হয়েছে, রাবওয়ায় জলসা হলো; তাদের বড় বড় আলেমরা, শীর্ষস্থানীয় আলেমরা সেখানে যায় এবং গিয়েছে আর জলসার নাম দেয়া হয় **'তাজদারে খতমে নবুয়ত কনফারেন্স'** কিন্তু সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালমন্দ করা বা জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছাড়া আর কিছু হয় না। সারারাত এভাবে অপালাপ করতে থাকে আর এ সবকিছু আল্লাহ্ ও রসূলের নামে। যাহোক, এই হলো তাদের অবস্থা।

তারপরও আল্লাহ্ তক্বদীর বা নিয়ম চলছে। জামা'তের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। এটা যদি আল্লাহ্‌র তক্বদীর না হতো, তিনি যদি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ না করেন, তাঁর প্রেরিতগণ যদি বিজয়ী না হন তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ভুল প্রমাণিত হবে এবং ধর্মের প্রতি, নবীদের প্রতি, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে।
কাজেই আল্লাহ্ তা'লা এ ঈমাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য, পুণ্যবানদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এমন সব দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন যা তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার কারণ হয়। কোন কোন ধর্মমত অতীতের সত্য ঘটনাবলী বর্ণনা করার মাধ্যমে অনুসারীদের ঈমানকে দৃঢ় করে থাকে, কোন কোনটি সতেজ এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী বর্ণনা করে এই ধর্মমতের

প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের ধর্মের সত্যতা সম্পর্কিত নিদর্শনাবলীর বিবরণ দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আর এ ধর্মের মান্যকারীরা উদ্বুদ্ধও হয়। কিছু সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ প্রেরিত পুরুষের সত্যতা অবগত করে পথ প্রদর্শন করেন। মোট কথা হলো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাপুরুষের সত্যতা ও সততাই তাঁর জীবনে অর্থাৎ সেই নবীর জীবনে, সেই প্রেরিত মহাপুরুষের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হবার কারণ হয়ে থাকে। আবার কিছু মানুষ পরবর্তীতে ধর্মের উন্নতি দেখে এর অনুসারীদের আচরণ দেখে, সেই নবীর আদর্শ অনুসরণকারী জামা'তের আমল বা কর্ম প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে হিদায়ত লাভ করে থাকেন।

যাহোক, আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবো, সে যুগের কাফিররাও তাঁকে 'সাদুক' এবং 'আমীন' নামেই আখ্যায়িত করতো। এটি তাঁর বিরল সততারই প্রভাব ছিল যার ফলশ্রুতিতে তিনি যখন তাঁর নিকটাত্মীয় ও মক্কার নেতাদের একত্র করে বলেছিলেন, আমি যদি তোমাদের বলি এই টিলার পেছনে এমন একটি সেনাদল লুকিয়ে আছে যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো না— তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? বাহ্যতঃ এটি এক অসম্ভব বিষয় ছিল। এর আড়ালে সেনাদল জড় হয়ে থাকলে দেখতে না পাবার কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু এসত্ত্বেও তারা সবাই সমস্বরে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি কখনও মিথ্যা বল নি, তাই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করবো। এরপর তিনি (সা.) তাদেরকে তবলীগ করলেন। কিন্তু এরা জগতমুখী মানুষ ছিল। পাথরের মত কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল। তাই এদের মনে তাঁর কথা রেখাপাত করে নি। এদের পরিণামও মন্দ হয়েছিল। এদের কিছু সংখ্যক পরর্বতীতে মুসলমান হয়েছিল।

মোট কথা, নবী রসূলগণ নিজেদের সততার বলেই জগতবাসীকে নিজেদের দিকে আহ্বান ও আকৃষ্ট করেন। পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর তবলীগের উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরই মুখনিঃসৃত এ শব্দগুলো বর্ণনা করে বলে, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে একটি দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না? (সূরা ইউনুস:১৭)। এটি সেই যুক্তি যা তিনি নিজ নবুয়তের সত্যতা ও খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার স্বপক্ষে প্রদান করেন। আর তা হলো, আমি তোমাদের মাঝে একটি জীবন পার করে এসেছি কিন্তু কখনও মিথ্যা বলি নি। এখন আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হতে চলেছি, এখন কি আমি মিথ্যা বলতে পারি? আবার তাও খোদার বিরুদ্ধে? সেই খোদার বিরুদ্ধে যিনি মিথ্যাচারকে শির্‌ক বা অংশীবাদিতার সমকক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন? এই কথাটি আমারই আনা শিক্ষার মাঝে নিহিত রয়েছে। আমার আগমনের উদ্দেশ্যই হলো, 'তওহীদ' বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। এই ছিল মহানবী (সা.)-এর উত্তর। অতএব নবী রসূলদের তবলীগের একটি মোক্ষম অস্ত্র ও পদ্ধতি হলো, তাঁদের সততা ও সত্যবাদিতার দাবী। তাঁদের জীবনের প্রতিটি আঙ্গিকে সততা ও সত্যবাদিতার ঝলক দেখা যায় যার বরাতে তাঁরা তাঁদের তবলীগ পরিচালনা করেন এবং সত্যের বাণী পৌঁছে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও ইলহাম হয়েছিল

‘ওয়ালাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমরাম মিন কাবল্লিহি আফাল্লা তা’কিলুন’ অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে এসেছি। তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই? এ প্রসঙ্গে নুযুলুল মসীহ্ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন:

১৮৮২-এর দিকে আল্লাহ্ তা’লা আমাকে এই ওহী দ্বারা সম্মানিত করেন: **‘ওয়ালাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমরাম মিন কাবল্লিহি আফাল্লা তা’কিলুন’** এতে অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত খোদা এ দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, কোন বিরুদ্ধবাদী তোমার জীবনীতে কোন ধরনের কালিমা লেপন করতে সক্ষম হবে না। তদনুযায়ী, এ সময় আমার বয়স পয়ষট্টি (৬৫) চলছে (যখন এ লেখাটি লিখেছেন) কাছের বা দূরের কোন মানুষ আমার অতীত জীবনে কোন ধরনের কালিমা লেপন করতে পারে নি বরং আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং অতীত জীবনের পবিত্রতার সাক্ষ্য বিরুদ্ধবাদীদের মাধ্যমেই প্রদান করিয়েছেন। যেমন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁর পত্রিকা **‘ইশাআতুস সুন্নাহ্’তে**’ অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় আমার ও আমার পরিবারের প্রশংসা করেছেন। (এ প্রশংসা করতে গিয়ে) তিনি এ দাবীও করেছেন যে, আমার ও আমার পরিবার সম্পর্কে তাঁর চাইতে অধিক অন্য কেউ জানে না। তিনি সঙ্গত কারণেই নিজ জ্ঞান অনুযায়ী প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তি যে কুফুরী ফতওয়া দেবার ভিত্তি রেখেছে সে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী **‘ওয়ালাকাদ লাবিসতু ফীকুম’**-এর সত্যায়নকারী হয়েছে।

অতএব সত্যবাদিতা এমন এক বিষয় যা নবীর সত্যতা প্রমাণ এবং তবলীগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই আল্লাহ্ তা’লা তাঁর নবীর এই দাবীকে ‘আমি এক দীর্ঘ জীবন তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি, কখনও মিথ্যা বলিনি আর এখন বলব’? এ কথাকে তিনি তাঁর প্রিয়জনের একটি বিশেষগুণ ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কীত এ উদ্ধৃতি যা এখন শুনেছেন তা নিশ্চয় আপনারা পড়েছেন ও শুনে থাকবেন। যেখানে কোন শত্রুও তিনি (আ.)-এর জীবনীকে কলঙ্কিত করতে পারেনি সেখানে সত্যবাদিতা যা জীবন চরিতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেক্ষেত্রে কিভাবে বলা যায় যে নাউযুবিল্লাহ্ তিনি (আ.) মিথ্যাবাদী। অতএব বর্তমান যুগের মৌলভীরা অথবা আপত্তিকারীরা যা ইচ্ছা বলতে থাক। (তাতে কি আসে যায়)। হ্যাঁ, তারা বকবক করে কিন্তু কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। আজও যারা নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা’লার কাছে হিদায়াত ও সাহায্য চায় আল্লাহ্ তা’লা তাদের সামনে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)]-এর সত্যতা প্রকাশ করে দেন। গত জুমুআতেই আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছি, যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছে এবং সাহায্য চেয়েছে আল্লাহ্ তা’লা কিভাবে তাদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যায়ন করেছেন। এ সত্যই নবীগণ এনে থাকেন। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটে থাকে। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি আমাদেরকে এ সত্যই পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে হবে। কেননা নবীর মান্যকারীদের দায়িত্ব হলো, যে নবীকে তারা মানে তার সত্যতা জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরা এবং মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া। এ যুগে ইসলামই সেই শেষ ধর্ম যা সব সত্যের কেন্দ্রবিন্দু। এটিই সেই একমাত্র ধর্ম যা নিজ শিক্ষাকে আসলরূপে উপস্থাপন করে থাকে। এটিই একমাত্র ধর্ম

যেখানে এখনও খোদা তা'লার কিতাব মূল অবস্থায় বিদ্যমান এবং ইনশাআল্লাহ্, কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপই থাকবে। এটিই কুরআনের দাবী। এ কিতাব সততা ও হিদায়াতের উৎস। অন্যান্য সব ধর্মীয় গ্রন্থে গল্প-কাহিনী ও মিথ্যার সংমিশ্রন ঘটেছে। পৃথিবীবাসীকে এই সত্যের সাথে পরিচিত করানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান আজ মন্দকর্মে লিপ্ত তারা কিভাবে অন্যকে সত্য পথের সন্ধান দিবে। আর এ বিষয়টি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

একবার একটি অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল আর সেখানে উপস্থিত সবাই ছিল খ্রিস্টান। কথা হচ্ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য, মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলের জন্য। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সৎ প্রকৃতির লোকেরা তাঁর হাতে একত্রিত হবে হোক না সে মুসলমান, খ্রিস্টান বা হিন্দুদের কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্রিস্টান প্রফেসর যে ধর্মের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে, আমাকে বললো প্রথমে মুসলমানদের সংশোধন করে নিন তারপর আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের সংশোধন করেন। যাহোক, আমি তাকে যথাযথ উত্তর দিয়েছি। তবে আসল কথা হলো, মুসলমানদের সংশোধন হওয়া আবশ্যক আর অনেক সময় মুসলমানদের কারণে লজ্জায় পড়তে হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলমানদের সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত রসূলে করীম (সা.) মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, ইমাম মাহদী যখন আসবে বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও যাবে এবং তাঁকে মানবে। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের জামা'ত হবার দাবী করে থাকি— এ বাণী আমাদেরকে জগতময় ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রথমে নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে হবে। নবীরা নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে নিজেদের জীবনের সত্যের উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন যে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে চরম কঠিন অবস্থাতেও মানুষের সাথে লেনদেন বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কখনো মিথ্যা বলিনি। সত্যবাদিতার এ প্রকাশ আমাদেরকেও আমাদের জীবনে ঘটাতে হবে। এটিই নবীর মান্যকারীদের কাজ। নবীগণ যেভাবে নিজেদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রকৃত মান্যকারীদেরও নিজেদের সত্যবাদিতাকে এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে যেন তা পৃথিবীবাসীর চোখে পড়ে। আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করি। তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ করে সত্যবাদিতার মত নৈতিক গুণকে আমাদের সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। তবেই আমরা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বাণীকে সারা বিশ্বে পৌঁছাতে সক্ষম হবো। তবে সত্যবাদিতার এ মান আমরা তখনই অর্জন করতে পারবো এবং আমাদের কথা তখনই প্রভাব বিস্তারী হবে যখন আমরা আমাদের কথায় ও কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি মুহূর্তকে সততার গুণে সজ্জিত করবো। আমাদের পারিবারিক জীবনে, ঘরে-বাইরে এবং সমাজ ও পরিবেশে আমাদের সত্যবাদিতা এক উদাহরণ হলে পরেই আমাদের কথার প্রভাব পড়বে এবং আমাদের চরিত্র ও সত্যতা অন্যদেরকে প্রভাবিত করে আহমদীয়াত ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। তবে এর জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কর্মকে সত্যবাদিতার মাধ্যমে

অলংকৃত করতে হবে। ছোট-ছোট আর্থিক স্বার্থেও মিথ্যার আশ্রয় নিলে আমাদের কথায় কোন প্রভাব পড়বে না। আমি পূর্বেও বলেছি, উদাহরণ স্বরূপ, মিথ্যা বলে আমরা যদি সরকার ও কাউন্সিল থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করি অথবা আমরা যদি সঠিকভাবে কর না দেই আর ধরা পড়ি তবে এতে জামা'তের দুর্নাম হয়। কেননা একজন আহমদীর ব্যাপারে সবাই জানে যে, এ আহমদী। তাই দুনার্ম হলে তবলীগ কিভাবে হবে? আপনারা কিভাবে প্রমাণ করবেন, যে জামা'তের সাথে আপনার সম্পর্ক, সেই জামা'ত মন্দকর্মে লিপ্ত হয় না, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে পৃথক, আর এরূপ হবার কারণ হলো এ জামাত এ যুগে সেই ব্যক্তির হাতে বয়আ'ত করেছে যিনি জগদ্বাসীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে এসেছেন। একথা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং এটি প্রমাণের জন্য আমাদের আমল বা কর্মের সংশোধন করতে হবে এবং ছোট খাটো বিষয়েও সাবধান থাকতে হবে। নতুবা কিভাবে প্রমাণ করবেন আমরা কুরআন ও সুন্নতের অনুসরণকারী। সুতরাং এ (তবলীগের) কাজের প্রসার ও জামা'তের সুনামের জন্য নিজেদের সংশোধনের প্রতি অনেক যত্নবান হতে হবে। মিথ্যা ধরা পড়লে আমরাই যে শুধু নিজেদেরকে বিপদে ফেলি তা নয় বরং জামাত ও ইসলামের জন্যও দুর্নামের কারণ হই। এছাড়া অন্যান্য আরো অনৈতিক কার্যকলাপ রয়েছে। কতক যুবকের অসৎ সঙ্গীদের সাথে উঠাবসা, স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক ঝগড়া ইত্যাদি। আর এ বিষয়ে আমি পূর্বেও বলেছি যে, এমন বিষয়াদি অনেক সময় থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। তখন কোন না কোন পক্ষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যাহোক, এসব বিষয় জামাতের জন্য দুর্নাম বয়ে আনে এবং সমাজে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হয়ে তবলীগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এছাড়া মিথ্যা বলার বদভ্যাস হয়ে গেলে জামাতেও বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এই মিথ্যার কারণে প্রত্যেক বিষয় থেকেই বরকত উঠে যেতে থাকে।

যেভাবে আমি বলেছি, এরফলে ঘরেও সন্তানদের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে, কথার প্রভাব পড়ে না। অনেক ছেলে-মেয়ে আমাকে লিখেও দেয় যে, বাহিরে বাহ্যতঃ আমাদের পিতা অত্যন্ত নেক, ভদ্র, সৎ এবং ধার্মিক হিসাবে খ্যাত, জামাতের খিদমতকারীও বটে কিন্তু আমরা জানি, ঘরে তিনি বাজে কথা বলেন এবং তা সততা বিবর্জিত। কথা হলো, এমন পিতাদের সন্তানদের উপর কি প্রভাব পড়বে বা এমন মায়েদের সন্তানদের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে যারা মিথ্যা বলার মধ্যেমে কার্যসিদ্ধি করে থাকেন? যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় এবং বলে, আমরা নির্দোষ, সবকিছু ঠিক আছে। এমন লোকদের তবলীগ বা অন্য কথারও কোন প্রভাব পড়ে না। যাদের নিজ ঘরের সন্তানদের উপরেই প্রভাব নেই, ঘরের সন্তানরাই তাদের কাছ থেকে মন্দ প্রভাব গ্রহণ করে বা যাদের উপর মন্দ প্রভাব পড়ে তারা বাইরে গিয়ে কি সংশোধন করবে?

কাজেই প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমাদের মাঝে যদি এ বিষয়গুলো সৃষ্টি হয় আর বাড়তে থাকে তাহলে তো আমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব যারা বলে কিছু আর করে অন্য কিছু। আমরা এ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি যে, আহমদীয়াত সত্য এবং প্রকৃত ইসলাম। আমরা এ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি যে, ভালবাসা

সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে। কিন্তু সর্ব প্রথম আমাদেরকে নিজের ঘরে ভালবাসা দিতে হবে আর সেখানে সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নিজের প্রিয়দের ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসা দিতে হবে। নিজের জামাতের সদস্যদের মাঝে, নিজের পরিবেশে ভালবাসা ছড়াতে হবে তাহলেই আমাদের ভালবাসার গন্ডি ব্যাপকতর হতে থাকবে। তাহলেই সত্যের মাধ্যমে সত্যের প্রসার হবে। নতুবা আমাদের এ ধ্বনি অন্তসারশূন্য হবে, আমরা মিথ্যা ধ্বনি উচ্চারণকারী হব। আমাদের ঘরে অশান্তি আর আমরা অন্যদের আহ্বান করছি যে, আস সত্যকে পেয়ে নিজেদের অশান্তিকে দূর কর। আমরা অন্যদের নিকট গিয়ে ভালবাসার প্রচার করছি অথচ আমাদের প্রতিবেশী যারা এর চেয়ে বেশী অধিকার রাখে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাল নয়। পবিত্র কুরআনে প্রতিবেশীর সর্বাধিক অধিকারের কথা উল্লেখ করে। ইসলামে প্রতিবেশীকে সর্বাধিক অধিকার দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের ধর্মীয় ভাইও তোমাদের প্রতিবেশী। কেবল ঘরের পাশের ঘরে বসবাসকারীই প্রতিবেশী নয় বরং প্রত্যেক ধর্মীয় ভাই তোমার প্রতিবেশী, তার প্রাপ্য প্রদান কর। তাই আমরা যদি সত্য হয়ে থাকি তাহলে পারস্পারিক সম্পর্কেও শক্তিশালী করতে হবে নতুবা আমাদের তবলীগ কল্যাণহীন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কেন তা বল যা কর না? (সূরা আস্ সাফ্ফ:৩)। কেননা তোমাদের আমল বা কর্ম যদি কথার সাথে সামঞ্জস্য না রাখে তাহলে এটি কপটতা, এতে কখনো কল্যাণ আসতে পারে না সবসময় অকল্যাণই সৃষ্টি হবে। নিজের কথা ও কাজের বিরোধের মাধ্যমে ঈমানকে কলুষিত করবে না। তোমরা যে সত্য এবং পূর্ণাঙ্গীন নবীর আন্তরিক প্রেমিকের সাথে যুক্ত হয়েছ অথবা যুক্ত হওয়ার দাবী কর তাঁর সাথে প্রকৃতপক্ষে তখনই যুক্ত হবে যখন কেউ এ কথা বলে তোমার প্রতি আঙ্গুল উঠাতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক আপত্তিকারী এটিই বলবে যে, এই ব্যক্তি যেহেতু নিজে মিথ্যাবাদী তাই যার সাথে যুক্ত হয়ে সে যার সত্যতার ঘোষণা করছে তাঁর সত্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদের দুর্নাম করবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য সততা ও সত্যবাদিতাই হচ্ছে অস্ত্র যা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই ইসলামের শিক্ষা সত্য, পবিত্র কুরআন সত্য আর এ শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। মহানবী (সা.) শেষ শরিয়তধারী নবী আর এখন কোন নতুন শরিয়ত, কোন নতুন সত্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে না। নবুওয়তের সকল পরাকাষ্ঠা তাঁর সত্তায় বিকশিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের দাবী সত্য, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আর এখন ইসলামের উন্নতি আহমদীয়াতের উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এ উন্নতির অংশীদার হওয়ার জন্য, এ সত্যকে প্রচার করার জন্য আহমদীদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনে আমাদেরকে কর্মে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। আমরা যে শিক্ষা প্রচার করি সে শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের গড়তে হবে। আমরা যদি সেই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই যা ইনশাআল্লাহ্ ইসলামের জন্য নির্ধারিত, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান

প্রেমিকের সাথে আল্লাহ্ তা'লা যে বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন আমরা যদি সেই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই তবে সর্বদাই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, আমরা কতটা সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে, আমাদের জামাতী বিষয়ে এবং আমাদের ব্যবসায়ীক লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখা উচিত। এর ফলাফল যদি উৎকণ্ঠার কারণ হয় তাহলে আমাদের ভাবা উচিত। নিঃসন্দেহে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্। আর প্রতি দিনই আমরা এ বিজয় প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না তারা এ বিজয়ের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। অতএব, এটি একটি দুঃচিন্তার বিষয়। আমাদের ভাবা উচিত, এ সত্যকে পাওয়ার পর আমরা কিভাবে আমাদের আমল বা কর্মকে মিথ্যা হতে পবিত্র করতে পারি। সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, মিথ্যা হলো শির্ক। যে সব আহমদী সত্যের বিকাশ ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, মনে রেখো! তারা আসলে অংশিবাদী বা শির্কের বিরুদ্ধে ত্যাগ স্বীকার করছেন। তাঁরা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন। তাঁরা স্বৈরাচারী প্রশাসন ও সরকার এবং নিপীড়নকারী মোল্লাদের এ কথার বিরুদ্ধে ত্যাগ স্বীকার করছেন যে, তোমরা যদি জীবন চাও, তোমরা যদি তোমাদের সম্পদের নিরাপত্তা চাও, এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের শান্তি কামনা কর তবে সত্য পরিত্যাগ করে মিথ্যাকে আপন করে আমাদের পিছু নাও। অতএব, এ সব আত্মত্যাগীরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করছেন, আমরা যারা বাহিরে থাকি অর্থাৎ এমন প্রতিটি আহমদী যারা তুলনামূলক ভাবে শান্তিতে জীবনযাপন করছে, তাদের দায়িত্ব সত্যের মান এতোটা উন্নত করা যেন মিথ্যার সমাধি রচিত হয়। যখন আমরা পূত-পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে চেষ্টা করব তখন মিথ্যার জন্য পলায়ন বা মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না। মক্কা বিজয়ের সময় আবু সূফিয়ান মহানবী (সা.)-কে এ কথাই বলেছিল, যে শোচনীয় অবস্থায় আপনি মক্কা ত্যাগ করেছিলেন এবং আপনাকে ধ্বংস করার জন্য আমরা যে চেষ্টা চালিয়ে ছিলাম, যদি আমরা সত্য হতাম আর আমাদের উপাস্য শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হতো তবে এর ফলে আপনার স্থলে আমরা বসতাম। কিন্তু আবহমান রীতি অনুসারে আজও প্রমাণ হয়েছে, আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেভাবে সত্যবাদিতা অবলম্বন করেছেন এবং আপনার মুখ থেকে যেভাবে সর্বদা সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বের হয়নি সেভাবে আপনার এ ঘোষণাও সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তাঁর ইবাদত কর এবং প্রকৃতভাবে তাঁর বন্দনা কর। আপনার এ ঘোষণা তখনও সত্য ছিল আর আজও সত্য যে, তিনি-ই সত্য খোদা। নিশ্চয় ইসলামের খোদা সত্য খোদা এবং তাঁর মান্যকারীরাও সত্য। এ জন্য আবু সূফিয়ান ঘোষণা করেন, আমিও কলেমা পাঠ করছি এবং এভাবেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতএব, এটা সত্যের দৃষ্টান্ত যা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যা চরম শত্রুদেরও সত্যের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

অতএব মহানবী (সা.) যেভাবে এ পৃথিবীকে চরম নৈরাজ্যের মাঝে পেয়ে সত্যের আলোয় সেই বিশৃঙ্খলা দূর করে খোদাপ্রেমী মানুষ বানিয়েছেন এবং প্রতিমা পূজারীদেরকে

একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্য এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মক্কার কাফিরদের দম্ভ-অহংকার ও মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও একই প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমি যেমন বলেছি, তাঁর মাধ্যমেও ইসলামের বিজয় সাধিত হবে; এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এজন্য আমাদেরকে খোদাভক্ত হতে হবে। নিজেদের জীবনে সত্যকে বরণ ও অবলম্বন করতে হবে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা আবশ্যক যেন আমরা সেই বিজয়লগ্ন স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে আমরাই এই মর্মে বয়'আতের অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিব, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো, মিথ্যা ও শির্কের অবসান ঘটাবো। অতএব, এ যুগে সত্যের বহিঃপ্রকাশ এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করা আহমদীদের কাজ। কেননা আমরাই তারা, যারা পরম সত্যবাদী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে সত্যকে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার করেছি। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হবো। তাই এটি অত্যন্ত চিন্তা ও ভয়ের ব্যাপার। আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, নিজেদেরকে সত্যের আদর্শে গড়ে তুলতে না পারলে আমরা কখনো তৌহিদ (বা একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠাকারী এবং সেই সত্যের প্রসারকারী হতে পারবো না যে সত্যের প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। সেই সত্য যা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মুসলমানের কৃতকর্মের দরুন তা আজ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর এই পৃথিবী ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (জল ও স্থলে নৈরাজ্য ছেয়ে গেছে)-এর বাস্তব চিত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বান্দার প্রতি অসীম অনুগ্রহ পরায়ণ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এবং তাঁর মাধ্যমে একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করে তা দূর করার ব্যবস্থা করেছেন। খিলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়ত- (নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা)-র মাধ্যমে একটি জামাতের উন্মেষ ঘটিয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন। কাজেই সর্ব পর্যায়ে এই নৈরাজ্য দূর করা এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করা আর এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রত্যেক সেই আহমদীর দায়িত্ব যে জামাতের সাথে সংশ্লিষ্টতার দাবী করে। আমাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে এই নৈরাজ্য ও মিথ্যার অবসান ঘটাতে হবে যা ঘরে বিভিন্ন অশান্তি সৃষ্টি করে। আমাদেরকে এই নৈরাজ্য নিজ মহল্লা থেকেও দূর করতে হবে। নৈরাজ্য ও মিথ্যাকে আমাদের শহর থেকেও দূর করতে হবে এবং এই পৃথিবী থেকেও এই নৈরাজ্য ও মিথ্যাকে নিপাত করতে হবে। যাতে জগতে প্রেম, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা সেই রসূলের মান্যকারী যিনি সকল প্রকার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে এসেছিলেন। যিনি বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে এসেছিলেন। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমত স্বরূপেই পাঠিয়েছি। তাই পৃথিবীতে সত্যের জয়গান গেয়ে আর নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েই মহানবী (সা.) রহমত সাব্যস্ত হবেন। অতএব আজ এই পরম সত্যবাদী ও রহমাতুল্লিল আলামীনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের দায়িত্ব। স্বজনদেরকেও

সত্যবাদিতার মাধ্যমে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করুন, প্রেম ও ভালবাসার বাণী পৌঁছান। আর অন্যদেরও সত্যের অস্ত্র দ্বারা পরাভূত করুন। পিস্তল, বন্দুক, রাইফেল ও কামান— গুলি ছুড়ে আর গোলাবারুদ বর্ষণের মাধ্যমে প্রাণ নাশের কারণ হয়। কিন্তু সত্যের অস্ত্র প্রাণপ্রদ হয়ে থাকে তা নিজেদের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে আমাদের চালাতে হবে। অতএব, আজ প্রত্যেক আহমদীকে এই অস্ত্র হাতে বের হওয়া উচিত। আল্লাহ্ করুন, সত্য বিস্তারের এই আধ্যাত্মিক অস্ত্র ব্যবহার করে বিশ্বের সৎপ্রকৃতির লোকদের এবং পুণ্য সন্ধানীদের সমবেত করে আমরা যেন সত্যের এমন প্রাচীর গড়তে পারি যাকে মিথ্যা ও শয়তানী শক্তির বলে কোন মিথ্যাবাদী ও শয়তান বিধ্বস্ত করতে না পারে। আর সত্যের এই জ্যোতি জগতে প্রসার ও বিস্তার লাভ করুক যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জ্যোতি, যা আল্লাহ্ তা'লারই নূরের প্রতিফলন। আর জগদ্বাসী তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়ে তৌহিদ বা একত্ববাদের জয়জয়কার অবলোকনকারী হোক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য দিন।

আজও একটি শোক সংবাদ আছে। জুমুআর পরে গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্। মোকাররম মুহাম্মদ ওসমান বাট সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ফয়সালাবাদ নিবাসী এক আহমদী ভাই নাসিম আহমদ বাট সাহেবকে গত দু'তিন দিন পূর্বে ফয়সালাবাদে শহীদ করা হয়েছে। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তাঁর দাদা গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে। তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়'আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। নাসিম আহমদ বাট সাহেব ১৯৫৭ সালে ফয়সালাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রোজ রবিবার অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীর দেয়াল টপকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিন ও চার সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে সে এসেছিল। তিনি বাহিরের আঙ্গিনায় ঘুমাচ্ছিলেন। তাকে উঠিয়ে— ঘুমন্ত অবস্থাতেই গুলি করে। দু'টি গুলি পেটে এবং আরেকটি কোমরে বিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ হবার পর শাহাদতের পূর্বে তিনি নিজেকে সম্বরণ করেন, এবং স্ত্রীকে সাহস ও ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতে থাকেন। তাঁর ছোট ভাই ওয়াসীম আহমদ বাট সাহেবকে ১৯৯৪ সালে এবং চাচাত ভাই নাসির আহমদ বাট সাহেব পিতা: আল্লাহ্ রাখ্খা সাহেব উভয়কে গত বছর শহীদ করা হয়। তখনও তিনি পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। শাহাদতের সময় জনাব নাসিম বাট সাহেবের বয়স ছিল ৫৪ বছর। তিনি একটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন। তিনি সচ্চরিত্রবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সাহসী মানুষ ছিলেন। জামাতী কাজে অংশগ্রহণ করতেন। নিয়মিত জামাতের চাঁদা পরিশোধ করতেন। বায়তুয যিক্র মসজিদ— ঘর থেকে কিছুটা দূরে হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর নামায নিয়মিত মসজিদে গিয়ে পড়তেন। নেযামে জামাত ও খিলাফতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। সহজ সরল সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি একান্ত ভালবাসাপূর্ণ ও স্নেহসূলভ ব্যবহার করতেন। তিনি সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী ও গরীব দরদী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী আসিয়া নাসিম

সাহেবা ছাড়াও চার মেয়ে ও একজন পুত্র রেখে গেছেন। সানদাস নাজ সাহেবা তিনি বিবাহিতা, তাঁর স্বামীর নাম হলো গোলাম আব্বাস সাহেব। যার আনোয়ার সাহেবা তিনিও বিবাহিতা। সারা কওসার সাহেবা, তিনিও বিবাহিতা। শমায়েলা কমল এর বয়স পনের বছর। সে নবম শ্রেণীতে পড়ছে। আর ছেলে স্নেহের সাফির রমযান এর বয়স এগার বছর, সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। তাঁর এক ছেলে গত বছর অসুস্থতার কারণে বাইশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছে । আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ধৈর্য দিন। জুমুআর নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো।
সানী খুতবার পর হুযূর (আই.) বলেন,

শাহাদতের এই ঘটনার দু'দিন পর ফয়সালাবাদে আমাদের জামাতের সেক্রেটারী উমুরে আমাকে লক্ষ্য করেও গুলি করা হয়। তাঁর শরীরে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। গতকাল পর্যন্ত তাঁর অবস্থাও খুবই আশংকাজনক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে। তাঁর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। তাঁর পাকস্থলী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অপারেশন করা হয়েছে। তাঁর পেট, ঘাড় ও বাহুতে গুলি লেগেছে।

একইভাবে গতকালও লাহোরে একজন আহমদীর গাড়ির গতি রোধ করে গুলি করার চেষ্টা করা হয়। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং অপর গুলিটি চালাতে ব্যর্থ হয়। মোটকথা, বিরোধিতা খুবই বেড়ে গেছে। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হিফাযত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)